কালের কণ্ঠ ২৬.০৭.১৭

বৃষ্টিতেই বেসামাল দুই রাজধানী

রাজধানী ঢাকা ও বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম—দেশের দুটি প্রধান নগরী এক বৃষ্টির কাছেই হয়ে পড়ে বেসামাল। পথঘাট ডুবে যায় পানিতে। যানবাহন আটকে যায় জটে। নগরবাসী পড়ে দুঃসহ ভোগান্তিতে। প্রতিবছরই বর্ষাকাল এলে নরকযন্ত্রণায় পড়তে হয় এ দুই নগরের বাসিন্দাদের। কিন্তু দেখভালের দায়িত্ব যেসব প্রতিষ্ঠান-সংস্থা-কর্তৃপক্ষের, তাদের যেন কোনোই মাথাব্যথা নেই। প্রকল্প নেওয়া হয়, অর্থও বরাদ্দ হয়, কিন্তু কাজের কাজ হয় না কিছুই

বৃষ্টি হলেই তলিয়ে যায় ঢাকা। গতকাল আগারগাঁও এলাকার দৃশ্য। আরো ছবি ▶ পৃষ্ঠা ৩ ছবি : লুৎফর রহমান

চট্টগ্রামের অনেক এলাকা গতকালও ছিল পানির নিচে। আগ্রাবাদ সিডিএ এলাকার দৃশ্য। ছবি : কালের কণ্ঠ

কাদাপানি যানজটে স্থবির ঢাকা

পার্থ সারথি দাস ▷

মিলপাও ফ্লাইওভার থেকে নেমে ডানে মোড় নিয়ে ভেতরের আলিগলি দিয়েই চলতে হয়। কারণ মালিবাগ রেলগেট থেকে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া পর্যন্ত অংশ দিয়ে চলা যাচ্ছে না। মৌচাক-মগবাজার ফ্লাইওভার প্রকল্প এলাকার মধ্যে পড়ায় সেখানকার রাস্তামাটের অবস্থা বহুদিন ধরেই সঙ্গিন। চলাচল করা দায়। সড়কজুড়ে ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত, খানাখন্দ। মোটরসাইকেলে ভেতরের আলিগলি পথ দিয়ে রামপুরা টেলিভিশন কেন্দ্রের আগে রামপুরা মূল সড়কে

অচল ড্রেনেজ ব্যবস্থা, হাত গুটিয়ে ওয়াসা

তোফাজ্জল হোসেন রুবেল ▷

ঢাকায় দুই সিটি করপোরেশনের আওতাধীন খোলা ড্রেনগুলো এরই মধ্যে ময়লা-আবর্জনায় ভরাট হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার না করায় সেগুলো জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই সামান্য বৃষ্টি হলেও

তিন দিকের পানিতে হাবুডুবু চট্টগ্রাম

এস এম রানা, চট্টগ্রাম ▷

প্রবল বর্ষণ ও সাগরের জোয়ারে ভাসছে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম। অবস্থাদৃষ্টে নগরবাসী মন্তব্য করছে, চট্টগ্রামের অবস্থা জলে ভাসা পদ্মের মতোই হয়েছে। মাত্র ২০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত আর কর্ণফুলী নদী-বঙ্গোপসাগরের স্বাভাবিক জোয়ারে চট্টগ্রাম শুধু ভাসছেই না, সপ্তে কোটি কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতিও করছে। সাগর ও বড় একটি নদীর তীরের শহরকে এভাবে ভাসতে-ডুবতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে পর্যটকরাও।

প্রতি বর্ষা মৌসুমেই চট্টগ্রাম মহানগর ভাসে-ডোবে। এটা নগরবাসীর অনেকটা

কার্যকর ব্যবস্থা নেই, আছে সমন্বয়হীনতা

নুপুর দেব, চট্টগ্রাম ▷

বন্দরনগর চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতার সমস্যা কাটছে না। দিন দিন তা আরো বাড়ছে। বর্ষায় ঘণ্টাপ্রতি ১০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতেই নগরের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা তলিয়ে যায়। গত সোমবার পর্যন্ত তিন দিনে এখানে ৩৩০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত